গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.১৫-১৩৭ তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অনুমোদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বিএমসি সভার কার্যবিবরণী-৩ পাতা।
কর্মকর্তাগণের উপস্থিতির তালিকা-৩ পাতা।

(ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৫১০০৭
E-mail: ds_budget@mofl.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর)।
২. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রশাসন/বাজেট), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/প্রাণিসম্পদ-২/ব্লু ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্ম সচিব (বাজেট-৬), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (অ: দা:), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক (অ: দা:), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১০. মহাপরিচালক (অ: দা:), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১১. উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১২. উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপসচিব (বাজেট-২০ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।
১৬. উপ-প্রধান, বন, মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ উইং, কৃষি, পাণি সম্পদ ও পল্লী প্রতিস্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রধান, কৃষি, শিল্প ও শক্তি এবং সমন্বয় উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (আইসিটি),মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২০. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অনুমোদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫১০ ও ৫১২, ভবন নং-৬)
তারিখ	:	৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	বিকাল ১০.০০ ঘটিকা
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

২। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অনুমোদন সংক্রান্ত সভার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (বাজেট) কে অনুরোধ করেন। যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭(সাত)টি দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাগুলো হলো যথাক্রমে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমী। অত:পর সভাপতি প্রত্যেকটি দপ্তর/সংস্থার খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মতামত প্রদান করার জন্য সকলকে আহবান জানান।

৩। সভার এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (মৎস্য সেক্টরসংশ্লিষ্ট সার্বিক চিত্র, উপক্রমনিকা, সেকশন-১, সেকশন-২, সেকশন-৩, সংযোজনী ১, সংযোজনী ২ এবং সংযোজনী-৩) খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ২৪টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নিধার্রণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে উপ-সচিব(প্রশাসন-১) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত চুক্তির ১৫ পৃষ্ঠায় ১.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের ফিশিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন" শিরোনাম টিকে পৃথক পৃথক আকারে সংযোজনের পরামর্শ দেওয়া হয় । অর্থাৎ "লাইসেন্স প্রদান" এবং "নবায়ন" শিরোনামে প্রর্দশনের মতামত দেওয়া হয়। এ প্রসংগে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মিডওয়াটার

ফিশিং বোটের লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রয়েছে বিধায় তা পৃথক করে দেখানোর সুযোগ নেই। কেননা এতে অর্জন কমে যাবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মিডওয়াটার লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি আপাতত: স্থগিত থাকার বিষয়টি চুক্তিতে বিধৃত করার মতামত দেন। সভাপতি মহাপরিচালকের এ বক্তব্যে একমত পোষণ করেন।

৪। সভার এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ২৬টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তিটির উপর আলোচনা পর্যালোচনা করে তা সঠিক রয়েছে মর্মে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

৫। সভার এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত খসড়া চুক্তিতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ৯টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ/মতামত থাকলে তা সভায় পেশ করার জন্য সভাপতি আহবান জানান। তৎপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ২ নং ক্রমিকে "উন্নত মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর" শিরোনামে "প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রমিতকরণ" শব্দটি সংযোজনের মতামত দেন। কেননা প্রযুক্তিসমূহ বছর বছর আপডেট হয়ে থাকে এতে করে উদ্ভাবনের বিষয়টি (Standardization) প্রমিতকরণ আকারে প্রদর্শনের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এ প্রসংগে মহাপরিচালক, বিএফআরআই এর বক্তব্য আহবান করা হলে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার সময় চান। প্রয়োজনে পরবর্তীতে এ বিষয়টি সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে অভিমত দেন। আর কোন পরিবর্তন না থাকায় তা সভায় অনুমোদন করা হয়।

৬। সভার এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সংযোজনী-৩ (কর্মসম্পাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীল) ব্যতিত সকল বিষয় খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ২০টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) বিএলআরআই কর্তৃক প্রণীত খসড়া চুক্তিতে অর্জন কম/বেশী হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করার পরামর্শ দেন। সভাপতি প্রণীত চুক্তিতে রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ন্যায় রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া যুগ্ম-সচিব(বাজেট) এ প্রসংগে প্রণীত খসড়ায় কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র অংশ লক্ষমাত্রা আরো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভার পর্যবেক্ষন অনুযায়ী খসড়া পরিবর্তন/পরিমার্জন করে নবরুপে প্রেরণ করবেন মর্মে সভায় আশ্বাস দেন।

৭। বিএফডিসি কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ১২টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান। তবে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, প্রণীত খসড়া চুক্তিটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত ছক মোতাবেক হয়নি। যেমন সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি শিরোনামের বর্ণনাগুলো এক প্যারায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো পৃথক পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করা

সমীচীন। সভাপতি এ মতামতে একমত পোষণপূর্বক বিএফডিসি হতে আগত প্রতিনিধিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত ছক মোতাবেক চুক্তিটি সংশোধিত আকারে প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

৮। সভার এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল হতে প্রণীত খসড়া চুক্তির উপর আলোচনা করা হয়। যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, ভেটিরিনারি কাউন্সিল হতে প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ৯টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় বর্ণিত চুক্তির উপর আলোচনা করে তা সঠিক রয়েছে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৯। সভার সর্বশেষ খসড়া চুক্তি হিসেবে মেরিন ফিসারিজ একাডেমী কর্তৃক প্রণীত চুক্তির উপর আলোচনা করা হয়। যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, মেরিন ফিসারিজ একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ চুক্তির খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে ৫টি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ণিত চুক্তির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্ম-সচিব(বাজেট) সভাকে জানান যে, প্রণীত চুক্তির রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য Statement আকারে হওয়া বাঞ্চনীয়। অথচ প্রণীত খসড়ায় তা পয়েন্ট আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সভাপতি বর্ণিত চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য ২/৩ টা নির্ধারনের পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তসমূহ:

১. উপরিউক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে তথ্য/উপাত্ত/ শব্দ সন্নিবেশ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া অনুমোদন করা হয় এবং যথাসময়ে তা এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা প্রদানদের দ্বারা স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

২. অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক আগামী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১০। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
৩১.০৫.২০১৭
মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
ও
সভাপতি, বিএমসি কমিটি।